কাজী আইন, ১৮৮০

১৮৮০-র ১২ নং আইন

[১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কাজীপদে ব্যক্তিগণের নিয়োগের জন্য আইন

[৯ই জুলাই, ১৮৮০]

যেহেতু [১] '১৮৬৪-র ১১ নং আইনের (হিন্দু ও মুসলমান বিধি আধিকারিকগণের পদসমূহ সম্পর্কিত এবং কাজী-উল-কাজাতের ও কাজীর পদসমূহ সম্পর্কিত বিধি নিরসনার্থ এবং পূর্বতর পদসমূহ বিলোপ করণার্থ আইনের) প্রস্তাবনার দ্বারা ইহা (অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে) ঘোষিত হইয়াছিল যে কাজী-উল-কাজাত-এর অথবা নগরের, শহরের বা পরগণার কাজীগণের নিয়োগ সরকার কর্তৃক কৃত হওয়া অসঙ্গত, এবং সরকার কর্তৃক উক্ত আধিকারিকগণের নিয়োগ সম্পর্কিত বিধিসমূহ ঐ একই আইন দ্বারা নিরসিত হইয়াছিল; এবং যেহেতু [২] [ভারতের] কোন কোন অংশে মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং কতিপয় অন্যান্য আচার ও ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কাজীগণের উপস্থিতি আবশ্যক, এবং সেইহেতু কাজীপদে ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে সরকারকে ক্ষমতা পুনরায় প্রদান করা সঙ্গত;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম।

১। এই আইন কাজী আইন, ১৮৮০ নামে অভিহিত হইবে।

[৩] * * * * *

স্থানিক প্রসার।

এই আইন, প্রথমতঃ কেবল সপরিষদ ফোর্ট সেন্ট জর্জের গভর্নর কর্তৃক প্রশাসিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত হইবে। [৪] [কিন্তু অন্য যেকোন রাজ্যের সরকার] সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তাহার প্রশাসনাধীন সমগ্র রাজ্যক্ষেত্র-সমূহে বা উহাদের যেকোন অংশে, ইহা প্রসারিত করিতে পারেন।[৫]

যেকোন স্থানীয় অঞ্চলের জন্য কাজী-গণ নিয়োগের ক্ষমতা।

২। যেস্থলে ইহা রাজ্যসরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন স্থানীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানগণের কোন বহুল সংখ্যা ইচ্ছা করে যে ঐরূপ স্থানীয় অঞ্চলের জন্য এক বা একাধিক কাজী নিযুক্ত করা হউক, সেস্থলে রাজ্যসরকার, যদি উপযুক্ত মনে করেন, ঐরূপ স্থানীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রধান মুসলমানগণের সহিত পরামর্শের পর, এক বা একাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে বাছাই করিতে পারেন এবং তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে ঐরূপ স্থানীয় অঞ্চলের জন্য কাজীপদে নিযুক্ত করিতে পারেন।

যদি কোন প্রশ্ন উঠে যে, কোন ব্যক্তি এই ধারা অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজী নিযুক্ত হইয়াছেন কি না, তাহা হইলে, রাজ্য-সরকার কর্তৃক উহার মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

১। ১৮৬৮-র ৮ আইন দ্বারা নিরসিত।

২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা "প্রদেশসমূহের" স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। "এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে"—এই শব্দসমূহ ১৯১৪-র ১০ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

৪। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা "কিন্তু অন্য যেকোন ভাগ ক রাজ্যের সরকার বা ভাগ গ রাজ্যের সরকার"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫। এই আইন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কোন কোন স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। ইহা ১৯৬৮-র ২৬ আইন, ৩(১) ধারা ও তফসিল দ্বারা পণ্ডিচেরিতেও, প্রসারিত হইয়াছে।

রাজ্যসরকার উপযুক্ত মনে করিলে এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত এরূপ কোন কাজীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করিতে বা অপসারিত করিতে পারেন, যিনি তাঁহার পদীয় কার্যের নির্বাহে অসদাচরণের জন্য দোষী হন, অথবা যে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন তথা হইতে একাদিক্রমে ছয় মাস সময়সীমার জন্য অনুপস্থিত থাকেন, অথবা অন্যত্র বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ স্থানীয় অঞ্চল ত্যাগ করেন, অথবা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন, অথবা ঐ পদ হইতে ভারমুক্ত হইতে ইচ্ছুক হন, অথবা পদীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে অস্বীকৃত হন বা সম্পাদন করিতে রাজ্যসরকারের অভিমতে অনুপযুক্ত হন, বা ব্যক্তিগতভাবে অক্ষম হন।

নায়েব কাজী।

৩। এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কাজী, তিনি যে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার সর্বত্র বা যেকোন অংশ, তাঁহার পদসংক্রান্ত সকল বা যেকোন বিষয়ে তাঁহার স্থলে কার্য করিতে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তাঁহার নায়েব বা নায়েবগণরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং ঐরূপে নিযুক্ত যেকোন নায়েবকে নিলম্বিত বা অপসারিত করিতে পারেন।

যখন কোন কাজী ২ ধারা অনুযায়ী নিলম্বিত বা অপসারিত হন তখন তাঁহার নায়েব বা নায়েবগণ (যদি কেহ থাকেন) নিলম্বিত বা, স্থলবিশেষে, অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

এই আইনের কোন কিছুই বিচারিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করিবে না, কাজীর উপস্থিতি আবশ্যক করিবে না, বা কাহাকেও কাজী-রূপে কার্য করিতে বাধা দিবে না।

৪। এতদন্তর্গত কোন কিছুই, এবং এতদনুযায়ী কৃত কোন নিয়োগই,—

(ক) এতদনুযায়ী নিযুক্ত কোন কাজীকে বা নায়েব কাজীকে কোন বিচারিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে অথবা

(খ) কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা কোন আচার বা ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদনে কাজী বা নায়েব কাজীর উপস্থিতি আবশ্যক করে অথবা

(গ) কাজীর কৃত্যসমূহের যেকোনটি সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে বাধা দেয়,

বলিয়া গণ্য হইবে না।